বেচেট রোগ

বিবরণ 2016

বেচেট কি?

ইহা কি?

বেচেট সিনড্রোম অথবা বেচেট রোগ হলো সমগ্র দেহযন্ত্রের সংক্রান্ত রক্তনালীর প্রদাহ, যার কারন অজানা মিউকোসা বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (যা ডাইজেস্টিভ, জেনিটাল এবং ইউরিনারী অঙ্গকে আবৃত করে) এবং শরীরের চামড়া আক্রান্ত হয়। প্রধান প্রধান উপসর্গ হলো ঘন ঘন মুখের এবং জেনিটালিয়ার ঘা এবং চোখ, গিরা, চামড়া, রক্তনালী এবং স্নায়ুতন্ত্র জড়িত হওয়া। একজন তুর্কি ডাক্তারের নামে বেচেট রোগ নামকরন হয়। প্রফেসর ডাঃ হুলুসি বেচেট, মিনি ১৯৩৭ সালে এই রোগ বর্ণনা দেন।

ইহা কেমন প্রচলিত?

বেচেট রোগ পৃথিবীর কিছু কিছু অংশে বহুল প্রচলিত। বেচেট রোগের ভৌগোলিক বিন্যাস ঐতিহাসিক সিল্ক রুট এর সাথে মিলে যায়। এই রোগ মূলত ফার ইস্ট এর দেশসমূহ যেমনঃ জাপান, কোরিয়া, চায়না, মিডিল ইস্ট ইরান এবং মেডিটেরেনিয়ান বেসিন এর দেশসমূহ (তুর্কি, তিউনিসিয়া এবং মরক্কো) এ পরিলক্ষিত হয। পূর্ণবয়স্ক ব্যাক্তির ক্ষেত্রে এই রোগের ব্যাপকতার হার হচ্ছে তুর্কিতে প্রতিলাখে ১০০-৩০০ জন। জাপানে প্রতি হাজারে ১ জন, নর্দান ইউরোপে প্রতি লাখে ০.৩ জন। ২০০৭ সালের এক গবেষনায় দেখা গেছে (ইরানে বেচেট রোগের ব্যাপকতা হচ্ছে প্রতি লাখে ৬৮ জন (যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ), যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া হতে কিছু বেইম পাওয়া গিয়েছে। বেচেট রোগ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিরল। এমনকি ঝুকিপূর্ণ জনসংখ্যার ক্ষেত্রেও ।৩-৮% বেচেট রোগীর ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত মানদন্ড ১৮ বছর বয়সের পূর্বেই পূরন হয়। সামগ্রিকভাবে এই রোগটি শুরু হওয়ার বয়স হচ্ছে ২০-৩৫ বছর। ইহা ছেলে এবং মেয়েদের মাঝে সমানভাবে বিস্তৃত, কিন্তু এই রোগটি ছেলেদের বেলায় তীব্র হয়।

এই রোগের কারন সমূহ কি কি?

এই রোগের কারনসমূহ অজানা। সাম্প্রতিক গবেষনায় দেখা গেছে যে, এই সকল রোগীদের বড় অংশের ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক সংবেদনশীলতা রোগের উৎপত্তির জন্য দায়ী। এখানে নির্দিষ্ট কোন কিছু পাওয়া যায়নি যা রোগ বাড়িয়ে দেয়। অনেকগুলো কেন্দ্রে এই রোগের কারন এবং চিকিৎসা সম্পর্কে জানার জন্য গবেষনা চলছে।

ইহা কি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ?
বেচেট রোগের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখানে কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ নমুনা নেই, যদিও বংশানুক্রমিক সংবেদনশীলতা ধারনা করা হচ্ছে। যাদের ক্ষেত্রে রোগটি অল্প বয়সে ধরা পড়েছে। এই সিনড্রোমটির বংশানুক্রমিক প্রবনতা আছে এইচ এল এ-৫ এর সাথে বিশেষভাবে মেডিটারনেয়িান বেসিন এবং ফার ইস্ট হতে আসা রোগীদের ক্ষেত্রে। সেখোনকার পরিবাগুলো এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রতিবেদন দিয়েছে।

কেন আমার বাচ্চার এই রোগ হয়েছে ? ইহা কি প্রতিরোধযোগ্য ?
বেচেট রোগটি প্রতিরোধযোগ্য নহে এবং ইহার কারন অজানা। এখানে আপনাকে কম বা বেশী এমন কিছু করার নেই যা আপনার বাচ্চাকে এই রোগ হতে প্রতিরোধ করবে। এটা আপনার ভুল নয়।

ইহা কি সংক্রামক ?
না, ইহা নহে।

প্রধান প্রধান উপসর্গগুলো কি?
????? ?? এই ঘাগুলো মোটামুটি সবসময় থাকে। দুই তৃতীয়াংশ রোগীর ক্ষেত্রে প্রাথমিক লক্ষন হচ্ছে মুখের ঘা। বেশীরভাগ বাচ্চার ক্ষেত্রে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘা দেখো যায় যা বাচ্চাদের ঘনঘন হওয়া মুখের ঘা থেকে আলাদা করা যায় না। বড় ঘা খুবই বিরল এবং তার চিকিৎসা খুবই কঠিন।
??????????? ??/ ???????? ?? ছেলেদের ক্ষেত্রে ঘা সাধারনত অন্ডকোষে দেখো যায়। পুরুষাঙ্গে তার চেয়ে কম দেখো যায়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ রোগীদের ক্ষেত্রে এই ঘা আঘাতের দাগ রেখে যায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে বহিঃ যৌনাঙ্গ বেশী আক্রান্ত হয়। এই ঘাগুলো মুখের ঘায়ের মত। বাচ্চাদের বয়সন্ধিক্ষিনের পূর্বে যৌনাঙ্গে ঘা কম হয়। ছেলেদের বার বার অন্ডকোষের প্রদাহ হতে পারে।
????? ???????? ???? এখানে বিভিন্ন রকম চামড়ার আঘাত থাকতে পারে। বয়সন্ধিক্ষিনের পরে ব্রনের মত আঘাত থাকে। ইরাইথেমো নেডোসামগুলো লাল, ব্যাথাযুক্ত, যা সাধারনত পায়ে দেখো যায়। এই আঘাতগুলো বয়সন্ধিক্ষিনের পূর্বে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশী পাওয়া যায়।
????????? ??????????? বেচেট রোগীদের চামড়ায় সুই দিয়ে ফুটো করলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাকে বলে প্যাথারজি প্রতিক্রিয়া।এই প্রতিক্রিয়া বেচেট রোগের রোগ নির্ণয়কারী পরীক্ষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়. অগ্রবাহুতে একটি জীবানুমুক্ত সুচ দ্বারা চামড়া ফুটানোর পর, একটি উঁচু, গোলাকার ফুসকুড়ি অথবা শুভযুক্ত ফুসকুড়ি ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়।
??? ???????? ???? ইহা এই রোগের মহা গুরুতর বহিপ্রকাশ। যখন এর ব্যাপকতা আনুমানিক ৫০ ভাগ, তা ছেলেদের ক্ষেত্রে বেড়ে ৭০ ভাগ হতে পারে। মেয়েরো কম আক্রান্ত হয় রোগটি সাধারন সব রোগীর ক্ষেত্রেই চোখকে আক্রান্ত করে। রোগটি শুরু হওয়ার তিন বছরের মধ্যেই তা চোখকে আক্রান্ত করে। চোখের রোগটি দীর্ঘস্থায়ী এবং মাঝে মাঝে তা বিস্তারন করে। প্রতিবার চোখের রোগ বিস্তারনের সময় কিছু গঠনগত ক্ষতি সাধিত হয়, যার জন্য চোখের দৃষ্টি ক্রমাগত কমতে থাকে। প্রদাহ নিয়ন্ত্রন, রোগের বিস্তারন প্রতিহত করা এবং চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়াকে কমানো, এগুলোই হচ্ছে এই রোগের চিকিৎসার প্রধান বিষয়সমূহ।
????/????? ???????? ???? ৩০-৫০ ভাগ বাচ্চার ক্ষেত্রে এই রোগে সন্ধি/গিরা আক্রান্ত হতে

পারে। সাধারনত গোড়ালি, হাটু, কবজি এবং কনুই আক্রান্ত হয় এবং সাধারনত চারটি গিরার কম আক্রান্ত হয়। প্রদাহের জন্য গিড়া ফুলা, ব্যাথা, শক্ত হয়ে যাওয়া, গিড়ার স্বাভাবিক নড়াচড়া ব্যাহত হয়। সৌভাগ্যবশত এই সমস্যাগুলো সাধারনত কয়েক সপ্তাহ থাকে এবং তারপর এমনিতেই নিজে নিজে ভাল হয়ে যায়। এই প্রদাহের জন্য গিড়ার স্থায়ী ক্ষতির সম্ভাবনা খুবই বিরল।

¯?????????? ?????????? ????? এই রোগাক্রান্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ¯œায়ুতন্ত্রের আক্রান্ত হওয়া বিরল। খিচুনি, মাথার খুলির ভিতরের পেশোর বেড়ে যাওয়া, মাথা ব্যাথা, হাটার ধরন ও ভারসাম্যে পরিবর্তন ইত্যাদি থাকতে পারে। বহু গুরুতর ধরনের সমস্যা ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিছু রোগীর মানসিক সমস্যা দেখা যায়।

??????????? ?????????? ????? ১২-৩০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে রক্তনালী আক্রান্ত হতে পারে এবং যা খারাপ ফলাফল এর নির্দেশ দেয়। ধমনী এবং শিরা দুই ই আক্রান্ত হতে পারে। শরীরের যে কোনো আকারের রক্তনালী আক্রান্ত হতে পারে ও এজন্যে এই রোগটিকে পরিবর্তীয় আকারের রক্তনালীর প্রদাহ হিসেবে শ্রেনীবিন্যাশ করা হয়েছে। পায়ের রক্তনালীসমূহ বেশী আক্রান্ত হয়, যা ফুলে উঠে এবং ব্যাথাযুক্ত হয়।

??????????????? ?????????? ????? র্ফাইষ্টে অবস্থানরত রোগীদের ক্ষেত্রে তা বেশী দেখা যায়। খাদ্যনালী পরীক্ষা করলে ক্ষত পাওয়া যাবে।

এই রোগটি কি প্রত্যেকে বাচ্চার ক্ষেত্রে একই রকম ?

না, নহে। কিছু বাচ্চার ক্ষেত্রে রোগটি হালকা এবং মাঝে মাঝে মুখে এবং চামড়ার ঘা দেখা দেয়। আবার অন্যদের ক্ষেত্রে চোখ বা ¯œায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হতে পারে। ছেলে এবং মেয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। ছেলে বাচ্চারা সাধারনত মেয়েদেরও তুলনায় গুরুতর রোগের অভিজ্ঞতা লাভ করে। যার সাথে চোখ এবং ¯œায়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। বিভিন্ন ভৌগোলিক বিন্যাসের পরেও, এ রোগের উপসর্গসমূহে পুরো পৃথিবী জুড়েই ভিন্নতা থাকতে পারে।

বড়দের থেকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এই রোগটি কি ভিন্ন ?

বেচেট রোগটি বড়দের তুলনায় শিশুদের ক্ষেত্রে বিরল, কিন্তু বেচেট আক্রান্ত বাচ্চাদেও ক্ষেত্রে পারিবারিক কেমে প্রাপ্ত বয়স্কদের থেকে বেশী পাওয়া যায়। যদিও কিছুটা ভিন্নতা আছে, বাচ্চাদের বেচেট রোগটি বড়দের সাথে মিলে যায়।